Who were kachhwahas? Analyse their relation with the Mughals.

---কচ্ছ রাজপুতরা ছিল সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয়দের একটি গোষ্ঠী। যাদের বংশ তালিকা সন্ধান করলে দেখা যাবে এরা রামের বড় ছেলে কুশের বংশধর। মধ্যযুগীয় রাজস্থানে এরা শাসন করত আলোয়ার,মহিয়া তালচের এবং জয়পুর অঞ্চলে তবে এদের উৎপত্তি স্থান নিয়ে বিতর্ক আছে। 1897 সালে T.H.Hendley বলেছেন যে পশ্চিমদিকে স্থানান্তরের আগে তারা থাকত বিহারের রোতাসে। James Tod বলেছেন যে তারা 10th শতকে নারওয়ার দখল করে এবং 12th শতকে পরিহার রাজপুতরা দখল না করা পর্যন্ত তার দখলে ছিল। Dr. Rudolf Hoernle (1905) এর মতে কচ্ছয়রা প্রতিহার বংশের সাথে সম্পর্কিত, দিল্লির সুলতানির আমলে কচ্ছরা রাজপুত রাজধানীতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল।

কচ্ছ রাজপুতদের উত্থান হয় মনসবদারি অভিজাতদের অন্যতম উপাদান হিসাবে এবং মুঘল সাম্রাজ্যের একত্রীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। 1527 সালে পানিপথের যুদ্ধে বাবরের বিরুদ্ধে মেবারের রানা সাঙ্গাকে সমর্থন করে। অম্বরের রাজা পৃথ্বীরাজ (1502-27) তার বংশধর পুরনমল (1527-34)। 1534 A.Dতে মন্দ্রিলের যুদ্ধে হুমায়নের ভাই হিন্দালের সঙ্গে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন। তাতার খানের বিরুদ্ধে তার ভাই বিহারিমল (1547-73) সমস্ত বিতর্কের উর্ধ্বে সাহায্যে এ সময়ে তারা অম্বর ছেড়ে যোধপুর এবং নগৌড়। 1562 সালে বিহারিমল নিজের কন্যার সাথে আকবরের বিবাহ দেন। বিহারিমলের সাথে আকবরের মৈত্রি আরও সুদৃর হয়। যখন বিহারিমলের কন্যার সন্তান সেলিম হয় পরবর্তী বংশধর। এই মৈত্রি ভারতীয় উপমহাদেশে ক্ষমতার একটা ভারসাম্য তৈরি করে এবং মুঘল ও রাজপুতদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও বৃদ্ধি পায়। বেশ কিছু বাধ্য কচ্ছ সর্দার মুঘলদের সহায়তা করেছিল শাসনকার্যে। রাজা ভগবত দাস (1575-80) কাশ্মীর জয় করেন এবং শাসন হিসাবে নিযুক্ত হন। 1589 সালে ভগবত দাসের উত্তরাধিকার হন রাজা মান সিংহ (1589-1614) যিনি হন আকবরের প্রধান সেনাপতি। তিনি প্রথম কাবুল ও পরে বাংলার গভর্নর হিসাবে নিয়োজিত হন এবং পশ্চিমে আফগানিস্থান ও রাজপুতানা থেকে পূর্বে ওড়িশা ও কোচবিহার পর্যন্ত মুঘল শাসন সুসংঘবদ্ধ করতে সহায়তা করে। তিনি আকবরের ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতিকে ব্যবহার করে অম্বর,বৃন্দাবন,বারানসি এবং প্রয়াগ এ বিভিন্ন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার গভর্নর থাকাকালীন তিনি বিহারের রোতাসে প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং একটি দুর্গ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। মানসিংহ এখানে একটি দুর্গ প্রাসাদ তৈরী করেন। আকবরের আমলে মনসবপদপ্রাপ্ত রাজপুতদের মধ্যে 3/4 অংশ ছিল কচ্ছ। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমলে এদের প্রভাব হ্রাস পায় কারন রাটোর, বুন্দেল প্রমুখ রাজপুত গোষ্ঠী আসার জন্য।

শাহাজাহান ও ঔরঙ্গজেবের আমলে জয় সিং প্রথম (1622-67) (মির্জা রাজা নামে সুপরিচিত) ছিলেন। মুঘলদের সবচেয়ে উপযুক্ত সেনাপতি। একজন সুবিজ্ঞানী রাজনীতিবিদ, পন্ডিত, কূটনীতিবিদ হিসাবে তিনি 1665 সালে শিবাজিকে পুরন্দরের সন্ধিতে স্বাক্ষরে বাধ্য করেন। তাঁর পুত্র রাজা রাম সিং (1667-1688) ঔরঙ্গজেবের চরম অসন্তোষের স্বীকার হন। ঔরঙ্গজেব সন্দেহ করেন যে তিনি শিবাজিকে আগ্রা থেকে পলায়নে সহায়তা করেছেন। যেহেতু রাম সিং 1567 সালে অম্বরের শাসক ছিলেন। ঔরঙ্গজেব তাকে আসামের অহমের যুদ্ধে পাঠান যেখানে তার সহযোগী ছিল শিখ গুরু তেগ বাহাদুর। এই যুদ্ধে তিনি জীবিত অবস্থায় ফেরেন এবং খাইবার সীমান্তে তাকে গভর্নর হিসাবে নিয়োগ করা হয়। এখানে তাঁর (1688 সালে) মৃত্যু হয় এবং তাঁর পৌত্র রাজা কিষান সিং (1688-99) শাসক হন। তিনি মথুরায় গভর্নর হিসাবে জাঠ অভ্যুত্থান দমন করেন। যেটা বেশিরভাগ মুঘল শাসক দমনে ব্যর্থ হয়েছিল। যাইহোক ঔরঙ্গজেবের আমলে কচ্ছোদের সাথে সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করল এবং অষ্টাদশ শতকের শুরুতে সওয়াই জয়সিংহ দ্বিতীয় (1700-1743 সাল, জয় সিং এর পৌত্র) মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতা সুযোগ নিয়ে স্বশাসিত রাজ্য প্রতিষ্ঠার করার কাজ সুনিশ্চিত করেন।